000011
23 OCT 1986
দৈনিক সংবাদ
তারিখ 23 OCT 1986 পৃষ্ঠা 5 কলাম 7

সংকটের কবলে আকবরিয়া পাইলট উচ্চ বিদ্যালয়

23 OCT 1986

জামালপুর, ২১শে অক্টোবর (জেলা বার্তা পরিবেশক)-শ্রীবর্দি উপজেলার সুপ্রাচীন শিক্ষা প্রতিষ্ঠান আকবরিয়া পাবলিক পাইলট উচ্চ বিদ্যালয়টি বর্তমানে গুরুতর সংকটের মুখোমুখি। স্থানীয় জনগণ এবং বিদ্যালয়ে কর্মরত শিক্ষকদের অভিমত: শিক্ষা প্রতিষ্ঠানটি পরিচালনার ক্ষেত্রে দীর্ঘদিন ধরে নানা অনিয়ম ও স্বেচ্ছাচারিতা এবং বিদ্যালয়ের তহবিল নিয়ে দুর্নীতি ও ঘাপলার ফলে এই সুপ্রাচীন ও ঐতিহ্যবাহী শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের এই দশা হয়েছে।

শ্রীবর্দি এলাকায় শিক্ষা বিস্তারের ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ এই শিক্ষা প্রতিষ্ঠানটির বর্তমান সংকটের জন্য বিদ্যালয় পরিচালনায় নিয়োজিত ব্যক্তিবর্গই দায়ী বলে অভিযোগ উঠেছে। এই এলাকার অধিবাসীরা শিক্ষা প্রতিষ্ঠানটির পরিচালনার ক্ষেত্রে দীর্ঘদিন ধরে সৃষ্ট নানা অনিয়ম ও দুর্নীতির সুষ্ঠু তদন্ত দাবী করেছেন।

ঐতিহ্যবাহী এই শিক্ষা প্রতিষ্ঠানটির জন্ম ৮০ বছর আগে। সে সময় প্রতিষ্ঠানটির নাম ছিল আকবরিয়া মিডিল মাদ্রাসা। পরবর্তীতে আকবরিয়া মিডিল মাদ্রাসা পরিণত হয় আকবরিয়া মিডিল ইংলিশ বিদ্যালয়ে। ইংলিশ বিদ্যালয় রূপান্তরিত হয় আকবরিয়া পাবলিক পাইলট উচ্চ বিদ্যালয়ে। প্রতিষ্ঠার পর থেকেই এই শিক্ষা প্রতিষ্ঠানটি সমগ্র শ্রীবর্দিসহ পার্শ্ববর্তী বিস্তীর্ণ এলাকায় শিক্ষা বিস্তারের ক্ষেত্রে অগ্রণী ও গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে আসছে।

কিন্তু গত কয়েক বছর ধরে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানটির পরিচালনার ক্ষেত্রে সমূহ সংকট সৃষ্টি হয়েছে। শিক্ষা প্রতিষ্ঠানটির পরিচালনার জন্য যে পরিচালনা কমিটি রয়েছে, সেই পরিচালনা কমিটিকে অগ্রাহ্য করে ব্যক্তি বিশেষের খেয়ালখুশী ও স্বেচ্ছাচারিতা অনুসারে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানটির কাজকর্ম চালানো হচ্ছে বলে অভিযোগ উঠেছে।

শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে কর্মরত ১০ জন শিক্ষক উপজেলা প্রশাসনের কাছে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের প্রধান শিক্ষকের বিরুদ্ধে সুনির্দিষ্ট অভিযোগ উত্থাপন করে অনতিবিলম্বে তার প্রতিবিধান দাবী করেছেন।

তাদের অভিযোগের মধ্যে রয়েছে ১৯৭৮ সন থেকে বিদ্যালয়ের নিয়মিত পরিচালনা কমিটি থাকা সত্বেও গত ৮ বছর ধরে বিদ্যালয়ের আয়-ব্যয়ের কোন হিসাব অনুমোদন করানো হয়নি। ৮ বছর ধরে বিদ্যালয়ের কোন অডিট করানো হয়নি। পরিচালনা কমিটির অনুমোদন ব্যতিরেকে বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক বিদ্যালয়ের নির্মাণ কাজের জন্য ১৯ হাজার টাকা খরচ দেখিয়েছেন। পরিচালনা কমিটির অনুমোদন ছাড়াই প্রধান শিক্ষক ১৯৮৬ সনের ১লা জানুয়ারী থেকে ছাত্রদের কাছ থেকে বর্ধিত হারে বেতন আদায় করে আসছেন।

শিক্ষকরা অভিযোগ করেছেন উদ্দেশ্যপূর্ণভাবে বিদ্যালয়ের কোন স্টক রেজিস্টার রাখা হয় না এবং এর সুযোগ নিয়ে বিদ্যালয়ের বিভিন্ন সম্পদ অন্যায়ভাবে বিক্রি করে দেয়া হয়েছে এবং বিদ্যালয়ের জন্য নানা সামগ্রী ক্রয়ের ভুয়া ভাউচার দেখিয়ে হাজার হাজার টাকা আত্মসাৎ করা হয়েছে। তাদের অভিযোগ প্রধান শিক্ষক পরিচালনা কমিটির অনুমোদন ছাড়াই ২০ হাজার টাকার ভুয়া ভ্রমণভাতা বিল করে এ টাকা আত্মসাৎ করেছেন। শ্রীবর্দী উপজেলা প্রকৌশলী বিদ্যালয়ের জন্য যে ৪ হাজার ইট দান হিসেবে দিয়েছিলেন, সেই ৪ হাজার ইট নির্মাণ কাজে ক্রয় দেখিয়ে এই টাকা মেরে দেয়া হয়েছে বলে অভিযোগ রয়েছে।

বিদ্যালয়ের ফিল্ড গ্র্যান্ট বাবদ প্রাপ্ত ১৬ হাজার টাকার মধ্যে মাত্র ২ হাজার টাকা খরচ করে বাদবাকী টাকা আত্মসাৎ করা হয়েছে বলে শিক্ষকরা অভিযোগ করেছেন। ফিল্ড গ্র্যান্ট বাবদ পরবর্তীতে প্রাপ্ত ১ হাজার টাকাও বেমালুম মেরে দেয়া হয়েছে বলে তারা উল্লেখ করেছেন।

শিক্ষকদের অভিযোগ—প্রতি বছর মাধ্যমিক পরীক্ষার্থীদের ফরম পূরণ করার সময় প্রধান শিক্ষক বিনা রসিদে অতিরিক্ত ফি আদায় করেন এবং এই অতিরিক্ত ফি'র টাকা কখনই বিদ্যালয়ের তহবিলে জমা হয় না। তাদের অভিযোগ—বিদ্যালয়ের তহবিলের টাকা ব্যাংকে না রেখে তা দিয়ে সুদে ব্যবসা করা হচ্ছে।

বিদ্যালয় পরিচালনা পরিষদের কয়েকজন সদস্য এবং এলাকার বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গও বিদ্যালয় পরিচালনার ক্ষেত্রে নানা অনিয়ম ও দুর্নীতির উল্লেখ করে প্রধান শিক্ষকের বিরুদ্ধে আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য উপজেলা প্রশাসনের নিকট আবেদন জানিয়েছেন। প্রধান শিক্ষকের বিরুদ্ধে নানা অনৈতিক কার্যকলাপের অভিযোগও উঠেছে।

পাশাপাশি, জনশিক্ষা পরিচালক, জেলা প্রশাসক, জেলা শিক্ষা কর্মকর্তা জেলা দুর্নীতি দমন কর্মকর্তাসহ বিভিন্ন দফতরে এই সব দুর্নীতি ও অনিয়মের কাহিনী জানানো হয়েছে। কিন্তু এখন পর্যন্ত এ সকল অভিযোগের কোন তদন্ত হয়নি।